R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৪৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অল্পমূল্যে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

১০শ বর্ষ ৩য় সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৯০ সাল ১লা জুন, ১৯৮৩ সাল। | নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪৲

মহকুমায় ভোট দিলেন প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ

বিশেষ সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার ৭টি ব্লকের ৫৪১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে মঙ্গলবার মোটামুটি শান্তিপূর্ণভাবে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট গ্রহণ পর্ব সমাধা হয়েছে। সাময়িক বিশ্রামের পর বুথগুলিতেই শুরু করা হয়েছে ভোট গণনার কাজ। ফলাফলও আসতে শুরু করেছে। এবারে মহকুমায় ঠিক কত সংখ্যক ভোট পড়েছে বুধবার গভীর রাত্রি পর্যন্ত তা জানা যায়নি। তবে আনুমানিক হিসাবে ভোট পড়ার হার প্রায় সর্ব্বত্রই ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ। সকাল ৭টায় ভোট গ্রহণ শুরুর সময় সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকলেও তার বহু আগে থেকেই বুথগুলিতে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে। বেশীর ভাগ মহিলা ভোটার সকাল ১১টার মধ্যে বুথগুলিতে হাজির হয়ে ভোট দেন। প্রচণ্ড গরম এবং চড়া রৌদ্র সত্ত্বেও ভোটারদের মধ্যে যে তৎপরতা লক্ষ্য করা যায় তা উল্লেখযোগ্য। বেলা ৩টের সময়ও প্রায় সমস্ত বুথেই শ'য়ে শ'য়ে মানুষকে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়। বেশীর ভাগ বুথেই গভীর রাত্রি পর্যন্ত ভোট নিতে হয়। কোথাও কোথাও ভোট চলে বুধবার দুপুর পর্যন্তও। তথ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সাংবাদিকদের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হয়। সর্বত্রই দেখা যায় প্রচণ্ড ভীড়। দফরপুর বুথে এক পোলিং অফিসার এক ভোটারকে হাত চিহ্নে ভোট দিতে বলায় তা নিয়ে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মহকুমায় সি পি এম শীর্ষে, প্রতিপক্ষ কংগ্রেস, ফ্রন্ট শরিকরা পর্যুদস্ত

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বুধবার রাত্রেও জঙ্গিপুর মহকুমার বহু বুথে ভোট গণনা চলছে। ফলে সরকারীভাবে পঞ্চায়েত নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল খুব একটা বেশী সংখ্যায় এখনও মেলেনি। তবে বিভিন্ন সূত্র থেকে যে সমস্ত ফলাফল এ পর্যন্ত মিলেছে তাতে দেখা যাচ্ছে বামফ্রন্ট শরিকদের মধ্যে সি পি এম শীর্ষস্থানে রয়েছে। ফ্রন্টের অন্য শরিকদের অবস্থা খুব একটা আশানুরূপ নয়। বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস রয়েছে সি পি এমের ঠিক পেছনেই। রঘুনাথগঞ্জের দুটি ব্লকের ৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সি পি এম গরিষ্ঠতা পেয়েছে। এই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি হ'ল মিঠিপুর, বড়শিমুল, কাশিয়াডাঙ্গা, জামুয়ার, রাণীনগর এবং মির্জাপুর। কংগ্রেস গরিষ্ঠ সংখ্যক আসন পেয়েছে তেঘরী-১ গিরিয়া, সেকেন্দ্রা, লক্ষীজোলা এবং অরুর গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে। দফরপুরে ফ্রন্টের দুই শরিক এবং কংগ্রেস ৭টি করে আসন পাওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে আগে কংগ্রেস ক্ষমতাসীন ছিল। কানুপুরে গরিষ্ঠতা পেয়েছে আর এস পি। ওই দুটি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সমস্ত ফলাফল না আসায় এখনও গরিষ্ঠতা পাওয়া নিয়ে কোন পরিষ্কার চিত্র মেলেনি। তবে রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকে ১৮টি আসনের মধ্যে সি পি এম ৫টি, কংগ্রেস ১০টি এবং আর এস পি ৩টি আসন পেয়েছে বলে একটি রাজনৈতিক দলের সূত্র থেকে জানা গেছে। বহু বির্তকিত প্রার্থী অনিল মুখার্জি, যার জয় সম্পর্কে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বোমাবাজীতে নিহত-১

নিজস্ব সংবাদদাতা : পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগের দিন রাত্রে দুটি দলের মধ্যে বোমাবাজীতে রঘুনাথগঞ্জ থানার চাঁদপুরে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ৭ জন। এদেরকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। নিহত ব্যক্তি একজন সি পি এম কর্মী বলে জানা গেছে।

ঝড়ে মৃত্যু : ২০ মে দুপুর নাগাদ এক বিধ্বংসী ঝড়ে অরঙ্গাবাদ এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির সংবাদ মিলেছে। বহু বাড়ী ভেঙ্গে পড়েছে। বাজিতপুরে তাজনুরা বেগম নামে ১১ বছরের একটি মেয়ে বাগানে আম কুড়োবার সময় গাছ চাপা পড়ে মারা গেছে। ঐ গ্রামেরই মনোরঞ্জন রবিদাস নামে আর এক ব্যক্তি ঝড়ের ফলে উড়ে আসা আগুনে দগ্ধ হন। তাকে মহেশাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। সুতি-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ নিজামুদ্দিন জানান, এই ঝড়ে শতাধিক পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

ষ্টেট ব্যাঙ্কে শিক্ষকদের হেনস্থা

বিশেষ সংবাদদাতা : রাজ্য সরকারের নির্দ্দেশে মুর্শিদাবাদ জেলা স্কুল বোর্ডের ব্যবস্থা মত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে মে মাসের বেতন নিতে গিয়ে একদল প্রাথমিক শিক্ষককে জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের হাতে হেনস্থা হয়ে ফিরতে হয়েছে বৃহস্পতিবার। এদের মধ্যে অধিকাংশই মহিলা এবং বয়োবৃদ্ধ। শিক্ষকেরা ঐ দিন ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে এ সম্পর্কে কথা বলতে গেলে তিনি তাদের সঙ্গে রুক্ষ আচরণ করেন এবং ঘর থেকে একরকম জোর করেই বের করে দেন বলে শিক্ষকদের অভিযোগ। এই সময় ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের দু'জন স্থানীয় নেতাও ম্যানেজারের ঘরে উপস্থিত ছিলেন। তাদের সামনেই সমস্ত ঘটনাটি ঘটে। শিক্ষকদের অভিযোগ, শিক্ষকদের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার ব্যাঙ্ক মাধ্যমে বেতন দানের যে ব্যবস্থা নিয়েছেন তা বানচাল করতেই ষ্টেট ব্যাঙ্কের জঙ্গিপুর শাখার কিছু কর্মচারী খামখেয়ালী বা তুঘলকি আচরণ করে চলেছেন দিনের পর দিন। মাইনে নিতে গিয়ে স্কুল কামাই করে শিক্ষকদের ঘন্টার পর ঘন্টা ব্যাঙ্কে ধর্ণা দিয়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে। কিছু কর্মীদের মর্জি মাফিক কাজের জন্যই নাকি এমনটি ঘটছে। ঘটনার বিবরণ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সন্ন্যাসীডাঙ্গায় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রস্তাব

রঘুনাথগঞ্জ : রঘুনাথগঞ্জ-১ ব্লকের সন্ন্যাসীডাঙ্গায় একটি মাধ্যমিক পর্যায়ের বালিকা বিদ্যালয় খোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী পরিবার এর জন্য ১'২৩ একর জমি দান করতে রাজী হয়েছেন। এ ব্যাপারে ২ মে ঐ গ্রামে এক সভায় বি ডি ও নিখিলরঞ্জন মণ্ডলকে সভাপতি করে একটি উদ্যোগ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি বিদ্যালয়টি খোলার ব্যাপারে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সেই অনুযায়ী কাজকর্ম করবেন। কমিটির আহ্বায়ক ধীরেশ্বর চক্রবর্তী জানান, তাঁর দাদা ডঃ বীরেশ্বর চক্রবর্তী প্রয়াত মা অমিয়বালা দেবীর নামে বিদ্যালয়টি নামকরণের প্রস্তাব দিয়েছেন। এই প্রস্তাব কার্য্যকরী হলে তিনি ৫০ হাজার টাকা এককালীন সাহায্য হিসাবেও দিতে রাজী আছেন। ঐ অঞ্চলে বর্তমানে কোন বালিকা বিদ্যালয় নেই। প্রস্তাবিত বিদ্যালয়টি গড়ে উঠলে জামুয়ার, অরুর প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় ৩০টি গ্রামের ২০ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার, ১৩৯০ সাল

॥ ভাবিবার আছে ॥

বহু প্রতীক্ষিত, প্রার্থী প্রত্যাশিত, দল-অভিনন্দিত পঞ্চায়েত নির্বাচন হইয়া গেল। ভোট দাতারা নিজ নিজ পছন্দের পদ প্রার্থীকে ভোট দিয়াছেন। নির্বাচনান্তিক পর্ব চলিতেছে। অর্থাৎ ফলাফল গণনার কাজ শুরু হইয়াছে। জেলাওয়ারী ফলাফল ঘোষিত হইতেছে। বেতার মারফৎ জনগণ সে সংবাদ পাইতেছেন।

আমাদের এই নিবন্ধ লেখার সময় পর্যন্ত দেখা যায় যে, রাজ্যের এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে সি পি এম দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। তবে বামজোটের অন্য শরিকদলগুলি ভাল ফল করিতে পারেন নাই। কংগ্রেস (ই) দল বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচনের চেয়ে অনেক ভাল ফল করিয়াছেন, আগের তুলনায় তিন গুণেরও বেশী আসন লাভ করিয়াছেন। জনসমর্থন যেন তাঁহারা আবার পাইতেছেন। কংগ্রেস (ই)-র ইহা এক শুভ সূচনা বলা যাইতে পারে। অপর পক্ষে পূর্বের অপেক্ষা সি পি এম দলের আসন সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায়, তাঁহারা অখুশি হইবেন এ কথাও সত্য। ছোট শরিক দলগুলি পূর্ব নির্বাচন অপেক্ষা এবারে আসন হারাইয়াছেন।

এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট শরিকদলসমূহ কোন সমঝোতায় আসিতে পারেন নাই। তাই প্রত্যেকেই সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বতায় নামিয়াছিলেন, ইহার ফল যে ভাল হইবে না, সে বিষয়ে আমরা পূর্বে লিখিয়াছিলাম। নির্বাচনের পর ইহার সত্যতা বুঝা গেল।

এখন কংগ্রেস (ই) দলের যে শুভ সূচনা দেখা যাইতেছে, সে সম্বন্ধে কংগ্রেস (ই) বিরোধী শক্তিগুলি নিশ্চয়ই ভাবিতেছেন। বিশেষ করিয়া বড় দল সি পি এম-এর উপর কঠিন দায়িত্ব আসিয়া পড়িল। ছোট শরিক দলগুলির সহিত তিক্ততা ঘুচাইয়া তাঁহারা প্রধান শত্রু কংগ্রেস (ই) দলের শক্তি বৃদ্ধিতে বাধা দিবেন কিনা, নিশ্চয়ই বিবেচনা করিবেন। কারণ পূর্ব নির্বাচনে কংগ্রেস (ই) যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছিলেন, এখন তাহা বদলাইয়াছে। জনসমর্থন আবার কংগ্রেসের দিকে যাইতেছে। এই পালে হাওয়া লাগার ব্যাপারকে কাজে লাগান বা কাজে লাগাতে না দেওয়া ভবিষ্যৎগর্ভে নিহিত। সুতরাং ভাবিবার আছে। কংগ্রেস (ই) নিশ্চয়ই আত্মতৃপ্ত হইয়া থাকিবেন না আর বামশক্তি ইহা হইতেও দিবেন না। কংগ্রেস (ই)-র উপরেও গুরু দায়িত্ব আসিয়াছে এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করার।

বিদ্রোহী কবি নজরুল

'রক্ত ঝরাতে পারি না ত একা তাই লিখে যাই এ রক্তলেখা' বিদ্রোহী কবি নজরুলের এ মর্মবাণী বিদ্রোহী মনকে আলোড়িত করে। শুধু বিদ্রোহীই নয়, আধুনিক যুগের একজন শক্তিমান কবি কাজী নজরুল। 'বর্ত্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই নবী'—কবির এই উক্তিতেই আধুনিকতার গন্ধ পাওয়া যায়।

কবি ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। কখনও কবিয়াল, কখনও সৈনিক, কখনও সাংবাদিক এবং কখনও বা বিদ্রোহী। বিখ্যাত তিনি 'লেটো' স্বদেশী গান, প্রেমের গান, ভক্তের গান, সঙ্গীত প্রভৃতির জন্য। কবিজীবনে বহুমুখী প্রতিভার সমাবেশ হয়তো বা জীবন-যন্ত্রণা গভীর উপলব্ধির বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। তাঁর কাব্যেই নির্যাতিত দীনহীনের অব্যক্ত বিদ্রোহ সর্বাপেক্ষা সার্থকভাবে বাণী লাভ করিয়াছে। তাঁহার কণ্ঠ তীব্র উন্মাদনায় স্পন্দিত হইয়াছিল। অবিচার, অনাচার ও অত্যাচার প্রপীড়িত সর্বহারা জনগণের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া প্রতিকারের বলিষ্ঠ দাবী ঘোষণা করিয়াছিলেন। সেই কারণেই তিনি সাধারণ মানুষের নিকট এত সমাদর ও খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ তিনি লিখিয়াছিলেন, 'আমার অন্ধত্ব ঘুচে গেল। আমি আমার পৃথ্বীমাতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে, বাংলার দিকে ভারতের দিকে চেয়ে দেখলাম—দৈন্য, দারিদ্রে অভাবে, অসুরের পীড়নে জর্জরিত হয়ে গেছেন। তাঁর মুখে চোখে আনন্দ নেই, দেহে শক্তি নেই, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দৈত্য-দানব রাক্ষসের নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত।'

বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে নজরুল। তিনি শুধুমাত্র কবি নহেন—জাগ্রত যৌবনের প্রতীক; তিনি আপামর জনসাধারণের কবি। আজন্ম-বিদ্রোহী। নব-নবীনের জয়ধ্বজা উত্তোলনকারী। অন্যায় ও অসুন্দরকে উচ্ছেদ করিতেই যেন তাঁহার আবির্ভাব। তিনি গাহিয়াছেন:

ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?—
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন।
আসছে নবীন—জীবন হারা অ সুন্দরে
করতে ছেদন।

কিন্তু আজও কি আমরা 'অসুন্দরে'র অভিশাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি? আজও আমাদের মধ্যে হানাহানি, কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা, অঘন্য প্রাদেশিকতা আর দলীয় রাজনীতির পঙ্কিল নোংরামি। আজ ত্রিশের দশকের সেই আগ্রত যুবশক্তি যেন আফিমের মৌতাতে দিনের পর দিন ঝিমাইয়া পড়িতেছে। আজ আমরা সত্যকার জাতীয়তা মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছি না—আন্তর্জাতিকতার মেকী বুলি কপচাইয়া অশ্লীল 'ইয়াঙ্কি' কালচারের কুৎসিৎ বেলেল্লাপনায় মাতিয়া উঠিতেছি। আজ এই চরম অবক্ষয়ের দিনে পথভ্রষ্ট যুবসমাজকে নূতন করিয়া 'অগ্নিবীণা'র অগ্নি শপথ গ্রহণ করিতে হইবে। একত্রিশ বৎসরের জীবন্মৃত স্বাধীনতার পুনরুজ্জীবন ঘটাইতে হইবে বিদ্রোহের লাল নিশান উড়াইয়া দিকে দিকে রণদামামা বাজাইয়া, বিদ্রোহী কবির নবমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া:

'লাল পল্টন মোরা সাচ্চা
মোরা সৈনিক, মোরা শহীদান বীরবাচ্চা
মীর আলিমের দাঙ্গায়।
মোরা অসি বুকে বরি' হাসি মুখে মরি'
জয় স্বাধীনতা গাই।

কবি প্রণাম

নিরঞ্জন শাস্ত্রী

ধরারে করিতে ধন্য জনমিলে তুমি।
সার্থক তোমার স্পর্শে এ ভারত ভূমি॥
তুমি রবি মহাকবি সকলে বিদিত।
বিশ্বকবি বলি তুমি জগতে ঘোষিত॥
প্রথমে হেরিনু যবে তোমারে নয়নে।
জলযানে এসেছিলে উত্তম আশ্রমে॥
সেবেছিনু মোরা সবে যত ছাত্রদল।
না বুঝিয়া তব তত্ত্ব জীবন বিফল॥
বিধির বিধানে তুমি গেলে ব্রহ্মলোকে।
আর না হেরিনু তোমা মরি আজি শোকে॥
পঁচিশে বৈশাখ তব জন্মদিন শুনি।
ব্রহ্ম সাধনায় সিদ্ধ তুমি মহামুনি॥
তোমার অক্ষয় কীর্তি শান্তিনিকেতন।
অনন্ত কবিতা কাব্য গীত অগণন॥
সারদা মাতার কোল আলোকিত করি।
জগৎ মাতালে আসি পুত্র রূপ ধরি॥
বাল্যে তব পিতৃদেব দেবেন্দ্র ঠাকুর।
পাঠাভ্যাস তরে চেষ্টা করেন প্রচুর॥
বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস কভু না করিলে।
সর্ব বিদ্যা বিশারদ গৃহে বসি হলে॥
অনন্ত তোমার গুণ বর্ণিব কি হাই।
পাশ্চাত্যে বাঁধিলে সুর তোমার বীণাই॥
বিশ্বখানি বাঁধিয়াছ একই সুরে তুমি।
বিদায় যাচিছে দীন, চরণে প্রণমী॥

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা প্রসঙ্গে

গত ২০-৪-৮৩ তারিখের জঙ্গিপুর সংবাদে 'উচ্চ মাধ্যমিক নিয়ে অভিযোগ' শীর্ষক সংবাদটি পড়িলাম। সকলের জ্ঞাতার্থে জানাই রাধাগোবিন্দ বাবুর অভিযোগ 'বিনা কারণে শ্রীমান্ উৎপলের খাতা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ও সে প্রতিহিংসার বলি হয়েছে' সম্পূর্ণ অসত্য, কল্পনাপ্রসূত এবং দুর্ভাগ্যজনক। এই বিভ্রান্তিকর অসত্য উক্তির প্রতিবাদ জানাইতেছি। এই কেন্দ্রে যাহা করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা বিধিসঙ্গতভাবে করা হইয়াছে। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা হলে বিধি বহির্ভূত আচরণের জন্য বহিষ্কারের সংখ্যা ২ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া অনেক বেশী হইতে পারিত। পার্শ্ববর্তী পরীক্ষা কেন্দ্রের সহিত বহিষ্কারের তথাকথিত প্রতিহিংসামূলক প্রতিযোগিতা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা বলিয়া মনে করি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে পরীক্ষা গৃহে কোন পরীক্ষার্থীর সহিত ব্যক্তিগত পরিচয় বা অপরিচয়ের কোন অপেক্ষা রাখে না। সেখানে তাহাদের আচরণ বিধি হইতেছে তাহাদের শাস্তির মাপকাঠি।

শৈলেন্দ্রীরঞ্জন নাথ, প্রধান শিক্ষক
জঙ্গিপুর উচ্চ বিদ্যালয়

গ্রামের খবর

অনগ্রসর সাগরদীঘি ব্লকের দ্রুত রেশন কার্ড পাওয়ার জন্য জনগণ যখন উদ্‌গ্রীব ও বামফ্রন্ট সরকার বদ্ধপরিকর ঠিক সেই মুহূর্তেই বালিয়া অঞ্চলের কাগজপত্র জমা না দেওয়ায় ব্লকের কাজ পিছিয়ে যাচ্ছে বলে খবর। বারবার জানানো সত্ত্বেও বালিয়া অঞ্চলের মহিষাপুর, নওপাড়া, সংকাডাঙ্গা ও কাশয়াডাঙ্গা এই তিনটি কেন্দ্রের অর্গানাইজারের নাম জমা না দেওয়ার ফলে এলাকার মানুষ তাদের পুষ্টিপ্রকল্প থেকে আজও প্রবঞ্চিত। বি ডি ও অফিস থেকে 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' চাওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য কিছু অঞ্চলের সঙ্গে বালিয়া পিছিয়ে আছে।

বুলেট নয় ছর্‌রা

হুতুম

১

মোপেডের ভট্‌ভট্‌
ছোটে রাজদূত।
প্রার্থীদের হুড়াহুড়ি
বুথ হ'তে বুথ॥
পার্টি অফিসে তুলকালাম
বন্দেমাতরম লাল সেলাম
কাস্তে হাতুড়ি তারা, ত্রিরঙ্গা ঝাণ্ডা,
হাটে মাঠে মাস্তান সকলেই পাণ্ডা,
ভিতলে মিছিল চলে
টুইষ্ট যে কিম্ভূত॥
পথে পথে বোমা ফোটে
ছোরা ছুরি পেট ফাটে
লজ্জায় মুখ ঢাকে
আঁধার রাতের ভূত॥
মোপেডের ভট্‌ভট্‌
ছোটে রাজদূত॥

২

ছেলে কাঁদিস না রে তু
লাল যুগের ছা
তোর মা বুথে গেছে
লুক করে খা॥

৩

ছেলে ঘুমালো পাড়া জুড়ালো
ভোট এল দেশে।
পঞ্চায়েতে সব খেয়েছে
বিচার করে কে সে॥
যে আসে লঙ্কায় সে হয় রাবণ।
তবুও তো টিকে আছে এই প্রহসন॥

৪

ও প্রধান মুখ করো না ভার।
দিল্লী থেকে এনে দেব
লাখ টাকার ধার॥
সেই টাকাতে গড়বে তুমি
তোমার ঘর বাড়ি
তোমার ছেলে লায়েক হবে
বৌ এর হবে শাড়ি॥
ও প্রধান মুখ করো না ভার।
একবার যখন জিতে গেছো
ভয় করো না আর॥
লাল সবই লাল
কে দেবে গো গাল?
যে দেবেরে গাল
তার পেছনে লেলিয়ে দেবো
পোষা নেকড়ের পাল॥

ফ্রি সেলে নন লেভি এ সি সি সিমেন্ট রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুরে আমরা সরবরাহ করে থাকি কোম্পানীর অনুমোদিত ডিলার
ইউনাইটেড ট্রেডিং কোং
প্রোঃ রতনলাল জৈন
পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)
ফোনঃ জঙ্গি ২৭, রঘু ১০৭

'মারক্‌সের মাসক্‌'

দুর্ম্মুখ

১৯৮৩ খৃষ্টাব্দ। আজ থেকে ঠিক এক'শ বৎসর পূর্বে হেগেলের ভাষায় তাঁর আমলের সবচেয়ে ঘৃণিত এবং সফল যে মানুষটির মৃত্যু হয়েছিল তিনি মনীষী কার্ল মার্কস। হেগেলের ভাষায় কার্ল মার্কস died, beloved revered and mourned by millions of revolutionary fellow workers from the miners of Siberia to the coasts of California, in all points of Europe and America.'

সেই বিরাট প্রতিভাবান মানুষটির আবিষ্কৃত দর্শনটি কি? সেই দর্শনের মূলকথা কল কারখানায়, কৃষিখামারে যে শ্রমিকশ্রেণী পৃথিবীর সেই আদিকাল থেকে তাদের শ্রমের ঘর্ম্মে সমাজের মানুষের খাদ্যবস্তু ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান ঠিক রেখে চলেছে, তারাই কিন্তু শোষিত হচ্ছে বুদ্ধিজীবি ধনবান বিত্তবানদের সুকৌশলে। তারাই আবহমান কাল হতে এদের প্রকৃত প্রাপ্য থেকে এদিকে বঞ্চিত করে চলেছে। কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে এই শোষিত শ্রেণীই সর্ব্বাধিক। তিনি তাঁর দর্শনে বলেছিলেন, এরা একদিন শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হবেই। সেদিনের সংগ্রামে এদের জয়লাভ ও সর্বহারা শ্রেণীর রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাঁর জীবনের বোধহয় সবচেয়ে বড় আঘাত তিনি পেয়েছিলেন ১৮৪৮ স'লে জুনে ফ্রান্সে যখন বুর্জ্জোয়া শক্তি তার প্রচণ্ড দাপটে সর্ব্বহারা বিদ্রোহকে ধ্বংস করতে সক্ষম হলো। তখন তিনি বুঝেছিলেন সর্ব্বহারা শ্রেণীর সংঘবদ্ধ হওয়া তিনি যতটা সহজ ভেবেছিলেন ঠিক ততটা সহজ নয় সেই মহাকর্ম্মটি। আবার ১৮৭১ সালে যখন ফ্রান্স বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত সরকারের পতন হয়ে আবার রাজশক্তির আবির্ভাব ঘটলো, তখন তাঁর মনে দ্বিতীয় আঘাত তিনি অনুভব করলেন। কিন্তু তথাপি তাঁর দর্শনের মূলতথ্য থেকে তিনি বিচ্যুত হননি। সে কারণেই তাঁর জীবদ্দশায় তিনি ছিলেন সর্ব্বাধিক সম্মানিত ও ঘৃণিত ব্যক্তি। এতো গেল তাঁর জীবিতকালের ঘটনাবলী। পরবর্ত্তীকালে মহাবিপ্লবী লেনিন ও মাও প্রমাণ করলেন কার্ল মার্কসের দর্শনের সারবত্তা অনস্বীকার্য্য।

কিন্তু তাঁর মৃত্যুর এক'শ বছর পর আজ ভারতবর্ষে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি মার্কসবাদের পন্থাকে সকল রাজনৈতিক দলই সুকৌশলে নিজের সুবিধামত ব্যাখ্যা করছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সে যুগের সর্ব্ববরেণ্য নেতা প্রয়াত নেহেরু সমাজবাদী সমাজ গড়ার শপথ নিলেন মার্কসীয় দর্শনের ভিত্তিতে। কিন্তু ছত্রিশ বছর পরেও আমরা শোষণমুক্ত সমাজে বাস করছি একথা কি বলতে পারি? তথাপি, সর্ব্বহারা শ্রেণীকে ও শ্রমিক শ্রেণীকে ধোঁকাবাজিতে ভুলিয়ে রাখতে বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর প্রতিভূ বর্ত্তমান কেন্দ্রিয় সরকার কার্ল মার্কসের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে ডাক টিকিট প্রকাশ করে দেখাতে চাইছেন তাঁরাই প্রকৃত মার্কসবাদী ও তাঁরা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু এই ধোঁকাবাজি এই ভাঁওতা যাঁরা সাধারণের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারেন সেই মার্কসবাদী দলগুলিও তাঁদের বাহিনীকে ঠিকমত মার্কসবাদে শিক্ষিত করতে পারছেন কি? ভারতীয় সাম্যবাদী বা সমাজবাদী দলগুলির অধিকাংশ কর্মীই তো মার্কসের প্রকৃত দর্শন সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান রাখেন কিনা সন্দেহ। তাঁদিকে সেভাবে প্রস্তুত করাও হয় না। তাঁদিকে শুধু শিক্ষা দেওয়া হয় নেতাদের বাক্যই বেদ বাক্য। এবং কর্মীদের কর্ত্তব্য কোনরূপ বিতর্কে না গিয়ে দাদাদের আদেশ অন্ধের মতো পালন করা। ফলে বেশীর ভাগ কর্মীর শ্রেণী সচেতনতা নেই। তারা শুধু মুখে কার্ল মার্কসের কিছু কথা মুখস্থ করে সভা সমিতিতে ও ছোটখাটো আসরে আউড়ে চলে। এরা দলমত নির্বিশেষে মার্কসের মাস্কের অন্তরালে স্ব স্ব আখের গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। ফলে সর্ব্বহারার একনায়কত্ব ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বুনিয়াদ গড়ে উঠার সোনার স্বপ্ন সুদূর পরাহত হয়ে উঠেছে। শুধু দিকে দিকে মেকী বিপ্লবী কর্মীদল মার্কসের মাস্কে মুখ ঢেকে সর্ব্বহারা শ্রেণীর প্রতি আরো ভাঁওতাবাজীর কসরৎ দেখাচ্ছেন। যদি কোন দিন সর্ব্বহারা শ্রমিক শ্রেণী নিজেরা এই অবস্থা উপলব্ধি করে স্ব শক্তিতে একতাবদ্ধ হয়ে এই সব মেকী মার্কসবাদীদের মাস্ক অর্থাৎ মুখোশ খুলে দিয়ে তাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিপ্লবের ডাক দিতে পারে তবেই মার্কসের সর্ব্বহারার একনায়কত্ব বা সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার মহান স্বপ্ন সফল হতে পারে। তবুও হেগেলের ভাষায় তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই 'His name and his work will endure through the ages.'

॥ তিন্ন চোখে ॥

'দুখ দিয়ে বুক ভাঙ্গবে তুমি—
তাই ভেবেছ ভগবান।
আমি মার খাবো তাও কাঁদবো নাকো
পরাণ খুলে গাইবো গান।'

—একথা তিনিই বলতে পারেন যিনি নির্ভীক। জীবন যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হলেও মনের প্রত্যয় যাঁর অশেষ ও প্রবল; ব্যক্তিত্বের প্রাবল্যে যিনি কখনও নতশির হননি। এই প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তির ১০২তম জন্ম দিবস নীরবে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। জন্ম-মৃত্যু তাঁকে বসিয়েছিল একাসনে। এ যুগের বিশিষ্ট সমালোচক ও প্রবন্ধকার শ্রীনারায়ণ চৌধুরী স্মৃতিচারণে বলেছিলেন—এ ধরণের একটা মানুষ রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে আমাদের সামনে বিচরণ করে গেছেন এটা আমাদের ভাগ্যের কথা। পুণ্যের কথা। তখন আমরা তাঁকে চিনতে পারলেও বুঝতে পারিনি। দাদাঠাকুর ছিলেন একজন সাম্যবাদী। মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা তাঁকে বিচলিত করেছিল। জীবনে যাকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন তাকেই তিনি প্রকাশ করেছেন অকুণ্ঠ দৃপ্ত ভঙ্গীতে। বঞ্চিত অসহায় সর্ব্বহারা মানুষদের প্রতি তাঁর অন্তর কেঁদেছে। শোষণকারীদের বিরুদ্ধে তিনি তীব্রভাবে সারাজীবন জেহাদ ঘোষণা করে গেছেন। অত্যাচারিত অবহেলিত অসহায় জনগণের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল। তাঁর মধ্যে কোন মেকী আন্তরিকতা ছিল না। বর্ণভেদ, জাতিভেদ, উচ্চনীচ ভেদাভেদ—সব কিছুর বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম করে গেছেন।

'দুঃখীর দুঃখ মোচনের জন্য তিনি যেমন অভয় হস্ত প্রসারিত করে অগ্রসর,—নির্যাতিতের উপর পীড়নের প্রতিবিধানের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতেও তিনি তেমনি পশ্চাৎপদ নন।'

সাধারণ মানুষদের জন্য সংগ্রাম, সর্ব্বহারাদের জন্য সংগ্রাম—শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সমাজের সর্বস্তরের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম—এ সব যদি কম্যুনিজমের মানদণ্ড হয় তবে সেদিক দিয়ে দাদাঠাকুর ছিলেন একজন খাঁটি কম্যুনিষ্ট। তাঁর জীবনদর্শন পর্যালোচনা করলে তাই মনে হয়। সারাজীবন কোথাও তিনি থামেননি। হয়তো: 'সময় তো নেই
কথা দেওয়া আছে আগে—
অনেকটা পথ এখনো যে আছে বাকী'।

মণি সেন

বাড়ী বিক্রয়
জঙ্গিপুর সাহেব বাজারে একটি বাসোপযোগী একতলা বাড়ী বিক্রয় হইবে। মূল্য পঁচিশ হাজার টাকা। খোঁজ করুন— কমল কুণ্ডু
জঙ্গিপুর পোষ্ট অফিসের সামনে।

মহকুমায় ভোট দিলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গোলমাল বাঁধে। সাময়িকভাবে প্রিজাইডিং অফিসার তাকে অন্যত্র সরিয়ে দেন। পরে ঐ পোলিং অফিসার ক্ষমা চাইলে তাকে বুথে ঢুকতে দেওয়া হয়। চরকা গ্রামে সি পি এম কর্মীরা অভিযোগ করেন কংগ্রেসীদের বিরুদ্ধে 'ভয় দেখিয়ে ভোট আদায়ের' বাড়ালায় একটি বুথে ৮০ বছরের বৃদ্ধ শরৎ দত্ত ভোট দেন অসুস্থ অবস্থাতেই। ৯০ বছরের বৃদ্ধা ছুতাড়ু দেবীকেও সেখানে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়। মঙ্গলজন বুথে ভোট গ্রহণ নিয়ে অব্যবস্থা চরমে ওঠে। পুলিশী ব্যবস্থা না থাকায় ভোট নেওয়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। আহিরণে এক অথর্ব ব্যক্তির ভোট দেওয়া নিয়ে সি পি এম ও কংগ্রেস সমর্থকদের মধ্যে বচসা বাঁধে। পরে পুলিশ এসে তা থামিয়ে দেয়। লক্ষীনারায়ণপুরে এক মহিলা কংগ্রেস কর্মী বুথের মধ্যে হাত, হাত বলে চীৎকার করতে শুরু করলে অনেকেই তাকে বাঁধা দেন। তা নিয়ে কিছুটা গোলমাল হয়। বাড়ালায় দি দি র নামে ভোট দিতে এসে এক কিশোরী ধরা পড়ে। পরে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাণীনগর ৩৭ নং বুথে অন্য একটি গ্রামসভার ১ বাণ্ডিল ব্যালট পেপার পাওয়া নিয়ে মঙ্গলবার রাত্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ হয়ে যায়। একই সংখ্যক প্রার্থী ও প্রতীকের ফলে ব্যালট পেপারের আকার একই রকম থাকায় এ রকম ঘটে। কিছুক্ষণ ভোট নেওয়ার পর সেটি নজরে আসে এবং হৈ চৈ বাঁধে। সব কিছু মিটে গেলে বুধবার সকালে ভোট নেওয়া শুরু হয়। গণনায় সময় ফের গোলমাল বাঁধলে এস ডি ও ঘটনাস্থলে ছুটে যান। সাগরদীঘির বাহালনগর ২ নং বুথের প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গণনার পর কংগ্রেস প্রার্থীকে জয়ী বলে ঘোষণা করলে বাইরে কংগ্রেস কর্মীরা 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিয়ে ওঠেন। পরে ফের গণনায় দেখা যায় সেই কেন্দ্রে ৪ ভোটে সি পি এম প্রার্থী জিতেছেন। এরপর একদল কংগ্রেস কর্মী প্রিজাইডিং অফিসারকে হেনস্থা করেন। দত্তরহাটে ভোট গণনার সময় উত্তেজনা দেখা দিলে রাত্রে গণনা স্থগিত রাখা হয়। এক প্রিজাইডিং অফিসার আমাদের জানান, এবারের পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন নিয়ে যে ধরনের প্রশাসনিক বিশৃংখলা দেখা গেছে তা কখনও দেখা যায়নি। দু'জন করে হোমগার্ড কোন কাজেই আসেনি। মিথ্যা পরিচয়ে ভোট দিতে গিয়ে অনেকেই ধরা পড়েছেন ভোট কর্মীদের হাতে। কিন্তু কারো বিরুদ্ধেই কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি।

পানে ও আপ্যায়নে
চা ঘরের চা
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

শিক্ষকদের হেনস্থা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অপমানিত এক বৃদ্ধ শিক্ষক জানান, নির্ব্বাচনের জন্য সরকারী ব্যবস্থামত ২৫ এবং ২৬ মে শিক্ষকদের মাইনে দেবার দিন ধার্য্য করা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ শিককই তা জানতে না পারায় জনা পনের শিক্ষক ২৬ মে বেতন নিতে ব্যাঙ্কে যান। ব্যাঙ্কের কিছু কর্মী তাঁদের বেতন দিতে অস্বীকার করায় শিক্ষকেরা ম্যানেজারের কাছে গিয়ে জানান তাঁরা অনেকেই নির্ব্বচনের কাজে ব্যস্ত থাকবেন। কাজেই তাঁদের বেতন ওইদিন দিয়ে দিবার ব্যবস্থা করলে খুব ভাল হয়। কথাবার্ত্তা চলার ফাঁকে হঠাৎ ব্রাঞ্চ ম্যানেজার ক্ষিপ্ত হয়ে শিক্ষকদের ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। পরে জনকয় শিক্ষককে বেতন দেওয়া হয়। এই ঘটনায় শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষক সমিতির এক নেতার মতে, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় কিছু কর্মী ওই ব্যাঙ্কে থেকে যাওয়ায় সেখানে বাস্তু-ঘুঘুর বাসা তৈরী হয়েছে। এ ব্যাপারে ষ্টেট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এক সাক্ষাৎকারে জানান, পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের জন্য এক সারকুলারে ২৭ তারিখের মধ্যে শিক্ষকদের মাইনে দিয়ে দিতে নির্দ্দেশ আসে। অল্প সময়ের জন্য প্রত্যেক শিক্ষককে এ খবর জানানো সম্ভব হয়নি। তবে কয়েকজন শিক্ষক প্রতিনিধি প্রত্যেক মাসের মতো ব্যাঙ্কে এসে এখবরও নিয়ে যান। ২৫ মে রঘুনাথগঞ্জ সারকেলের বেশ কিছু শিক্ষক মাইনে নেন। কিন্তু পরদিন ২৬ মে রঘুনাথগঞ্জ ইষ্ট সারকেলের শিক্ষকেরা যখন মাইনে নিচ্ছিলেন সেই সময় রঘুনাথগঞ্জ সারকেলের কয়েকজন শিক্ষক এসে মাইনে দাবী করেন। তাঁদের পূর্ব্বঘোষিত সারকুলারের কথা ও ব্যাঙ্কে লোকজনের অসুবিধার কথা জানানো হয়। পরে ১২টা পর্যন্ত তাঁদের অপেক্ষা করতে বলা হয়। কিন্তু তাঁরা হৈ হট্টোগোল শুরু করে দেন এবং আমার চেম্বারে ঢুকে উত্তেজিতভাবে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তা বলতে থাকেন। আমি ব্যাঙ্কে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য বাধ্য হয়ে ওঁদের আমার চেম্বার থেকে চলে যেতে বলি।

জন্ম দিবস পালন

জঙ্গিপুর : বিলম্বে পাওয়া এক খবরে প্রকাশ গত ৬ মে প্রবীণ কবি সত্যেন্দ্রনাথ বড়ালের পরিচালনায় তাঁর বাসগৃহে দাদাঠাকুরের ১০২তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি ছিলেন পুষ্পিতা নাথ ও সাধনা পাল। প্রায় শ'খানেক শ্রোতার উপস্থিতিতে ঘরোয়া অনুষ্ঠানটি মনোরম হয়ে ওঠে। দাদাঠাকুর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করেন সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল। পাঠে অংশগ্রহণ করেন কেকা বড়াল। তবে দাদাঠাকুর জন্ম শতবর্ষ কমিটির কেষ্টু-বিষ্টু ব্যক্তিদের উদাসীনতা দাদাঠাকুর অনুরাগীদের মনে দাগ কেটেছে।

মহকুমায় সি পি এম শীর্ষে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কংগ্রেসীরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, পঞ্চায়েত সমিতিতে তিনি জিতেছেন প্রায় ১৩০০ ভোটের ব্যবধানে। জেলা পরিষদের ১টি আসনের ফলাফল এ পর্যন্ত জানা গেছে। জিতেছেন সি পি এমের সত্যব্রত ঘোষাল কংগ্রেস প্রার্থীর চেয়ে প্রায় ১৩০০ ভোটের ব্যবধানে। সাগরদীঘিতে বেসরকারী হিসেবে জানা গেছে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে সেখানে সি পি এম ৬টিতে এবং কংগ্রেস ৪টিতে গরিষ্ঠতা পেয়েছে। বন্তেশ্বরে ১৯টি আসনের মধ্যে সি পি এম ৯টি, কংগ্রেস ৮টি এবং আর এস পি ২টি আসন পাওয়ায় বোর্ড গঠন নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। পঞ্চায়েত সমিতিতেও ঐ ব্লকে সি পি এম এগিয়ে রয়েছে। জেলা পরিষদ আসন দুটিও পেয়েছে সি পি এম। সুতী-১ ব্লকের ৪টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে ৩টিতে কংগ্রেস এবং ১টিতে সি পি এম গরিষ্ঠতা পেয়েছে বলে একটি বিশেষ সূত্র থেকে জানা গেছে। পঞ্চায়েত সমিতিতে কি অবস্থা হয়েছে তা এখনও জানা যায়নি। জেলা পরিষদ আসন দুটিতে কংগ্রেস বুধবার পর্যন্ত এগিয়ে রয়েছে। সমসেরগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে কংগ্রেস দল অনেক এগিয়ে। অন্যদিকে ফরাক্কা ও সুতী-২ ব্লক দুটিতে সমিতির নির্ব্বাচনে সি পি এম ভাল ফল করেছে। জেলা পরিষদের আসনগুলিতেও সেখানে সি পি এম এগিয়ে। মহকুমার চূড়ান্ত ফল আগামী সপ্তাহের মধ্যে জানা যাবে।

ফোন : ১১৫
সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।